যুগান্তর

তারিখ 5 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

টাঙ্গাইলে স্কুলছাত্রীর ধর্ষণকারীদের শাস্তি দাবিতে শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সচেতন যুব সমাজের মানববন্ধন — যুগান্তর

সাভারে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণ করে ভিডিও ধারণ : গ্রেফতার ৪

সাভার প্রতিনিধি

সাভারে এক কলেজছাত্রীকে ধর্ষণ এবং তার ভিডিও চিত্র ধারণের অভিযোগে বান্ধবীসহ চারজনকে সাভার মডেল থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে সাভার মডেল থানায় ছাত্রীর মা মামলা দায়ের করেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কলেজছাত্রীকে জোরপূর্বক আটকে রেখে ধর্ষণ ও তার ভিডিও চিত্র ধারণ করে তা প্রকাশের হুমকির ঘটনায় ওই ছাত্রীর মা হাসেনা খানম বাদী হয়ে সাভার মডেল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন। ধর্ষিত মেয়েটিকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ শুক্রবার আসামিদের বিভিন্ন স্থান থেকে আটক করে। আসামিদের মধ্যে সাভার ব্যাংক কলোনি এবং মানিকগঞ্জের সিংগাইর থেকে পুলিশ সূচী ওরফে ধর্ষণ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

ধর্ষণ : কলেজছাত্রীকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লিজা, সাভার মডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রায়হান, সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মাস্টার্সের ছাত্র মহিদুল রহমান এবং রাজধানীর আজিমপুরের বাসিন্দা সুজনকে গ্রেফতার করে।

এছাড়া মামলার অন্য আসামিরা হল সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র জাহেদ ওরফে রাজু, রাজধানীর আজিমপুরের শাহীন, সিঙ্গাইরের কাংশার শাহীন, সুমন, দানেশ, মাসুদ এবং একই এলাকার আমীন।

সাভার মডেল থানার ওসি মোঃ আসাদুজ্জামান জানান, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আসামিদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রেফতার হওয়া এবং এজাহারভুক্ত পলাতক আসামিরা বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষার্থী।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সাভার মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আশরাফুল ইসলাম বলেন, ২৫ নভেম্বর সকাল ১০টার দিকে ডিগ্রির প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রীকে পরীক্ষা আছে বলে ডেকে নিয়ে যায় তারই সহপাঠী বান্ধবী সূচী ওরফে লিজা। পরে ফুফুর অসুস্থতার কথা বলে লিজা তার বান্ধবীকে পৌর এলাকার ব্যাংক কলোনির একটি মেসে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। এরপর পূর্বপরিকল্পিতভাবে ওই মেসে আসামিদের মধ্যে জাহেদ ওরফে রাজু তাকে ধর্ষণ করে। এ সময় আসামি শাহীন ধর্ষণের ভিডিও চিত্র ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণ করে বলেও মামলায় উল্লেখ করা হয়।

পরে তারা ঘটনা প্রকাশ করলে ধর্ষণের দৃশ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে ওই ছাত্রীকে থানা বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে একটি বাসে তুলে দেয়। লজ্জা ও ভয়ে এতদিন তারা ঘটনাটি কাউকে জানায়নি।

পুলিশ জানায়, ঘটনার সপ্তাহ খানেক পর আসামি দানেশ মেয়েটির মাকে ফোন করে ধর্ষণের দৃশ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে টাকা দাবি করে। জানা গেছে, ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী দানেশ। আর বান্ধবী সূচী ওরফে লিজা তাদের সহায়তা করেছে।

বর্তমানে ওই কলেজছাত্রী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।